Report of Research Project

Academic Year : 2022-23

Department : Bengali

Program name : B.A. General

Program Code : BNGG

Type – Research Project

Name of activity : "Tebhaga Andolon O Bangla Sahitya"

Targeted Students : Semester 6 General

No. of students completed the Project : 1804

Program details : Students of Semester 6 General in B.A course were guided by departmental teachers to pursue a research project on a social movement in Bengal in twentieth century. It was a herculean task as the number of students of B.A. general course was huge butthe work was finally completed and the students enthusiastically participate in the project writing.The whole work was done in Bengali Language.

Synopsis of the research is furnished below --

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372

বিষয় : তেভাগা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য

বিষয় পর্যালোচনা :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় সাম্যবাদী ধ্যান ধারণার। ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাককালে দেখা যায় কিছু কৃষক আন্দোলন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের তেভাগা আন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিতে তেভাগা আন্দোলনের ভূমিকাটি বিশিষ্ট। ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরবঙ্গে শুরু হয় এ আন্দোলন প্রাদেশিক কৃষাণ সভার ডাকে। উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুভাগ জমির ভাগচাষীদের দখলিস্বত্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে জমিদার, জোতদার ও শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই সোচ্চার আন্দোলন। এ আন্দোলন উত্তরবঙ্গে শুরু হওয়ার পর দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ থেকে যশোর, খুলনা, মেদিনীপুর , ২৪ পরগণা প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। খুলনা জেলায় শ্লোগান ওঠে "লাঙ্গল যার জমি তার"। এই আন্দোলনের জনক নামে খ্যাত হাজী মোহাম্মদ দানেশ। এ আন্দোলন চলেছিল ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। দিনাজপুরের অগ্রণী নেতৃবৃন্দ ছিলেন সুনীল সেন, চারুমণি মজুমদার, সুদীপা সেন প্রমুখ। রংপুর ছিল এই আন্দোলনের উত্তপ্ত কেন্দ্র। সেখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মণিকৃষ্ণ সেন। তাঁর নেতৃত্বে কৃষকরা জমিদারদের শস্য লুটপাট করে নেয়।

তেভাগা আন্দোলনে কৃষকদের মূল দাবি ছিল---

১) উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ কৃষকদের অধিকারে রাখা।

২) ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ কে কার্যকরী করা।

৩) জমিতে বর্গাদার বা ভাগচাষীকে দখলিস্বত্ব প্রদান।

৪) জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন।

৫) ধার নেওয়া ধানের সুদ প্রথা বাতিল।

৬) রশিদ ছাড়া কোন ধান দেওয়া হবে না বলে স্থির করা।

৭) আবাদযোগ্য পতিত জমিতে আবাদের ব্যবস্থা করা। ইত্যাদি।

এই আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য সরকার ও শোষকশ্রেণী নানা দমননীতি চালায়। ময়মনসিংহ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কুখ্যাত ব্যস্টিন সাহেব এই আন্দোলনকে রক্ত-বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য নিরীহ ও নিরস্ত্র কৃষকদের ওপর সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারি লেলিয়ে দেয়। উন্মত্ত পুলিশ ও মিলিটারিদের হাতে আহত ও নিহত হয় প্রচুর আদিবাসী কৃষক। কৃষকদের ঘরবাড়ি ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। সমস্ত জেলাগুলিকে বন্দিশিবিরে পরিণত করা হয়। তাদের শস্য লুটপাট করে নেওয়া হয়।

প্রাকস্বাধীনতাকালে এই অসাধারণ কৃষক বিদ্রোহের লাগামটি ধরা ছিল কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। তবে শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। কৃষকদের অনুন্নত অস্ত্র-শস্ত্র এবং দিনাজপুরেব কমিউনিস্টদেব অসমর্থন এবং কিছু সামাজিক সীমাবদ্ধতার কারণে এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। সরকারের কঠোর দমননীতি, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, সার্বিক ঐক্যের অভাব ইত্যাদি কারণে এই আন্দোলন ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালে বর্গাদার আইন, বাংলার ভূমিস্বত্ব আইন, জমিদারি উচ্ছেদ প্রভৃতি তেভাগা আন্দোলনের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। নতুন বিল পাসের দ্বারা জমি থেকে ভাগচাষীদের উচ্ছেদ বন্ধ করা হয়। উৎপাদিত ফসলের উপর চাষীদের দুই-তৃতীয়াংশ অধিকারকে স্বীকৃতি জানানো হয়।

বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে তেভাগা এক অবিস্মরণীয় আন্দোলন। আশুতোষ দত্ত মহাশয় এক প্রবন্ধে বলেছেন--

"সেদিন বাংলার দিকে দিকে তেভাগার দাবিতে এবং 'টংকা প্রথা' (ধানে খাজনা দেওয়া) উচ্ছেদের জন্য কৃষক অভ্যুত্থানের সেই অবিস্মরণীয় আগুনঝরা দিনগুলোর কথা বাংলার মেহনতী সংগ্রামী মানুষ কোনদিন ভুলবে না।"

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলায় রচিত হয়েছে অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, গান প্রভৃতি। গল্পগুলো হল -

(১) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী', 'মেজাজ', 'গায়েন', 'মাটির মাশুল' প্রভৃতি ।

(২) স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য : 'মন্ত্র শক্তি', (৩) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'বন্দুক' , (৪) সমরেশ বসু : 'প্রতিরোধ' , (৫) সুশীল জানা : 'সখা', (৬) ননী ভৌমিক : 'বাদা', 'সলিলের মা','অর্ডার' (৭) মিহির আচার্য : 'দালাল', ইত্যাদি।

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
Dist. 24 Parganas, Pin- 743372

এই সমস্ত গল্পগুলিতে তেভাগা আন্দোলনের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলি জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। কৃষকের লড়াই, তার আত্মত্যাগ, তার সংসার অতিক্রমী জীবনযাপন প্রবাহ গল্পগুলির বিষয় হয়েছে। গল্পকারদের সহানুভূতি ও সমর্থনপুষ্ট হয়ে এসব গল্পের চরিত্র বাংলা সাহিত্যের চরিত্রশালার অনন্য সম্পদ হয়েছে। এই আন্দোলন কেন্দ্রিক গল্প গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'হারানের নাতজামাই' ও 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। সেরা গল্প 'হারানের নাতজামাই'।

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত গল্পগুলিতে যে বিষয়গুলি প্রকাশিত হয়েছে তা হল-

১) ভাগচাষি, বর্গাদার এমনকি ভূমিহীন চাষিদের আত্মসচেতনতা ও পারস্পরিক শ্রেণী মৈত্রী।

২) কৃষক সমাজের আত্মপ্রত্যয়, লড়াকু মানসিকতা ও প্রতিরোধ স্পৃহা।

৩) হিন্দু মুসলমান কৃষকদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতি।

৪) সামন্ততান্ত্রিক পারিবারিক অনুশাসন, রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান।

৫) সাঁওতাল প্রমূখ আদিবাসী ও উপজাতিদের আন্দোলনে যোগদান।

৬) কৃষক রমণীদের তেভাগা সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আত্মবলিদান।

৭) তেভাগার লড়াই চলাকালীন রাষ্ট্রশক্তির সন্ত্রাসের ফলে থমথমে ও আতঙ্কিত পরিবেশ।

এই আন্দোলনকে নিয়ে অনেকগুলি উপন্যাস রচিত হয়েছে। যথা –

সাবিত্রী রায় – 'পাকা ধানের গান'

সৌরী ঘটক – 'কমরেড'

মনোরঞ্জন হাজরা – ' নোঙ্গরহীন নৌকা'

রমেশচন্দ্র সেন – 'কুরপালা'

শিশিরকুমার দাস - 'শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা'

মহাশ্বেতা দেবী- 'বন্দোবস্তী'

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস – 'খোয়াবনামা'

গুণময় মান্না- 'লখীন্দর দিগার'

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়- 'লালমাটি'

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়- 'স্বজনভূমি'

সেলিনা হোসেন- 'কাঁটাতারে প্রজাপতি' 'গায়ত্রী সন্ধ্যা' ইত্যাদি।

তেভাগা আন্দোলন কে নিয়ে যারা কবিতা লিখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে , প্রবীর মজুমদার, সাধন গুহ , সুভাষ মুখোপাধ্যায় , মনীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় , রাম বসু , অমিতাভ দাশগুপ্ত , মণিভূষণ ভট্টাচার্য , পূর্ণেন্দু পত্রী , সলিল চৌধুরী প্রমূখ। গান রচয়িতা হিসেবে উল্লেখযোগ্য কমরেড কালি সরকার , বিনয় রায় , রেবা রায় ,হেমাঙ্গ বিশ্বাস, পঞ্চানন দাস,জামশেদ আলী , পানু পাল , সলিল চৌধুরী প্রমুখ। এদের রচিত গান সেসময় সংগ্রামী কৃষকদের উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত করেছিল। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সবাই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'জবানবন্দি' নাটক জনগণের মধ্যে জনআলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

বিষয় ফলশ্রুতি :

ক) শাসক ও শোষকের উপর্যুপরি চাপে ও শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে সাধারণ নিরীহ মানুষ কীভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এ ইতিহাস থেকে শিক্ষার্থীরা সমাজের চিত্র সম্পর্কে অবহিত হয়েছে

খ) ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্য রচনা এবং এই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে গণজাগরণ যে সৃষ্টি হয়েছিল শিক্ষার্থীরা তেভাগা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য আলোচনার মধ্য দিয়ে সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েছে।

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372